**আয়েশা ছিদ্দিকা**

1920 সালের 17ই মার্চ টুঙ্গিপাড়ার শেখ পরিবারে ,

জন্মে ছিল একটি শিশু, ঘর আলোকিত করে।

ডাকতো সবাই খোকা, কাউকে দিতনা সে ধোকা,

তাই বলে সে নইকো বোকা যদিও ছিল এক রোখা।

ছোট বেলা থেকেই সে ছিল গরিবের জন্য নিবেদিত প্রাণ,

নিজের হাতের ছাতাখানা তাই বন্ধুকে করলো দান।

বন্ধু উপোস বলে নিয়ে আসে নিজ ঘরে,

মায়ের হাতে ভাত বাড়িয়ে খাওয়ায় যতন করে।

পথের ধারে দেখে, এক বুড়িমা কাঁপছে শীতে কনকন করে ,

গায়ের চাদরখানা খুলে বুড়ির গায়ে জড়িয়ে দিল পরম সোহাগ ভরে।

দেশ ও দশের কথা ভেবে তাই রাজনীতিতে করলেন তিনি যোগ,

এ জন্য এ দেশ প্রেমিককে করতে হয়েছে বার বার কারাভোগ।

বঙ্গবন্ধুর একাত্তরের 7ই মার্চের ভাষণে, জাতি পেল দেশ গড়ার মন্ত্র,

টুটে গেল রাজাকার আর পাক হানাদারদের সকল ষড়যন্ত্র।

নয় মাস ধরে চলল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, দেশ হলো স্বাধীন,

থাকতে হলো নাকো বাঙ্গালিদের আর পশ্চিমাদের অধীন।

বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনতে যাঁর ছিল সবচেয়ে বেশি অবদান,

তাকেই নরঘাতকের কাছে দিতে হলো সপরিবারে বলিদান।

অবশেষে দোয়া করি পরম করুণাময়ের কাছে বঙ্গবন্ধুর জন্য,

বেহেস্তনসীব করুণ আমাদের বঙ্গবন্ধুকে তবেই আমরা হবো ধন্য।